শিক্ষার হেরফের

→রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' শিক্ষার হেরফের ' প্রবন্ধে লেখক আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে আমরা একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, আমাদের শিক্ষা যেদিকে পথ নির্দেশ করে সেদিকে সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নেই।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে এমন যে → একজন ভিক্ষুক সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করে যখন শীতবস্ত্র কিনতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম এসে পড়তো, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করে যখন লঘুবস্ত্র লাভ করতো তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি সময় এসে পরতো অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে যেতো। এককথায়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে না।

শিক্ষার সাথে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ানো উচিৎ ছিলো। কিন্তু আমরা তা পারছি না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পাঠ্যপুস্তক হাতে ধরিয়ে দেয় আর এর বাহিরে শিক্ষাগ্রহণ করাকে সময়ের অপচয় মনে করা হয়। যাতে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় জোর দেয়া হয় বেশি। কিন্তু শিক্ষার্থীরা না পারে এই ব্যাকরণ ভালো ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে না পারে নিজের ভাষার মর্যাদা বুঝতে। এই ভাবে চলে যায় জীবনের এক-তৃতীয়াংশকাল।

এ ছাড়াও কবি "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে সাধু ও অঞ্চলিক ভাষার দিক ফুটিয়ে তুলেছেন যে শুধু লিখিত ভাষায় সাহিত্য রচনা না করে অঞ্চলিক ভাষায় রচনা করার সুযোগ দেয়া উচিৎ। এবং শুধু রসহীন সাহিত্য দিয়ে শিক্ষা চলে না সাথে রসময়ী সাহিত্যেরো প্রয়োজন আছে।

Submitted by:
SHAKIL ANOWER
201-23-883
Department of TE